দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

'মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে শীঘ্রই জাতীয় কমিটি গঠন করা হইবে'

বাসস ।। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার বলেন, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। সরকার যেসব ইউনিয়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হইয়াছে। সেইসব ইউনিয়নের একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে এই নয়া চালু করা কর্মসূচীর অধীনে আনয়নেরও ব্যাপারেও সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কার এবং ইহাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হইবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সুগন্ধা কার্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মাদ্রাসা শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

করিলে তিনি তাহাদের এই আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম,এ, মান্নান সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, জাহাজ চলাচল উপমন্ত্রী ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা এ,বি,এম, জাহিদুল হক, জাতীয়তা বাদী উলেমা দলের সভাপতি মাওলানা এস,এম রুহুল আমিনএবং ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি মাওলানা হাবিবুল্লাহ মোজাদ্দেদী খুলনা বিভাগের মাওলানা রওশন আলী, চট্টগ্রাম বিভাগের মাওলানা আবদুল আওয়াল শিকদার, রাজশাহী বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল করিম এবং বরিশাল বিভাগের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাও চলিবে। তিনি আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার দায়িত্বভার গ্রহণের আহ্বান জানান।